মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৯৬৪

পর্ব-১২: ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) (كتاب البيوع)

পরিচ্ছেদঃ ১২. প্রথম অনুচ্ছেদ - শুফ্‘আহ্

بَابُ الشُّفْعَةِ

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه»

বাংলা

২৯৬৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো প্রতিবেশী যেন তার কোনো প্রতিবেশীকে দেয়ালে কড়িকাঠ গাড়তে বারণ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ২৪৬৩, মুসলিম ১৬০৯, আবূ দাঊদ ৩৬৩৪, তিরমিযী ১৩৫৩, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫, সহীহ আল জামি‘ ৭৭৮৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَه) অর্থাৎ- মানবতা ও সদারচণ স্বরূপ। (أَنْ يَغْرُزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِه) অর্থাৎ- অন্যের দেয়ালে, যখন তা দেয়ালের ক্ষতিসাধন না করবে। নববী (রহঃ) বলেনঃ বিদ্বানগণ এ হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। হাদীসটি কি প্রতিবেশীকে নিজ বাড়ীর দেয়ালের উপর কাঠ বা লাকড়ী রাখার সুযোগ দেয়া সদাচরণ, নাকি আবশ্যক? এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফি‘ঈ ও ইমাম মালিক-এর অনুসারীদের দু’টি উক্তি রয়েছে, দু’টি উক্তির মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো তা সদাচরণ স্বরূপ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও এ মত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ওয়াজিব এ মত পোষণ করেছেন আহমাদ ও হাদীস বিশারদগণ, আর এ বর্ণনার পরে আবূ হুরায়রাহ্ -এর উক্তির কারণে এটিই প্রকাশমানঃ (مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) অর্থাৎ- আমার কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি, আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই তা তোমাদের কাঁধসমূহের মাঝে নিক্ষেপ করব। আর এটা এ কারণে যে, তারা এর প্রতি ‘আমল করা হতে বিরত ছিল। আবূ

দাঊদ-এর বর্ণনাতে আছে- অতঃপর তারা তাদের মাথাসমূহ ঘুরিয়ে নিলে তিনি বলেন, আমার কি হলো আমি তোমাদেরকে দেখছি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? অর্থাৎ- এ সুন্নাত অথবা বৈশিষ্ট্য, অথবা উপদেশ অথবা বাণীসমূহ হতে।

(لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) এ উক্তির অর্থ হলো, এর মাধ্যমে আমি ফায়সালা করব, তা স্পষ্ট করব, এর মাধ্যমে তিরস্কার করে তোমাদেরকে দুঃখিত করব, যেমন বস্তু দ্বারা মানুষকে তার কাঁধের মাঝে আঘাত করা হয়। পূর্ববর্তীরা উত্তর দিয়েছে যে, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া মূলত এ কারণে যে, তারা তা হতে নুদুব তথা সদাচরণের অর্থ গ্রহণ করেছেন ওয়াজিবের না। আর যদি তা ওয়াজিব হত তাহলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার উপর একমত হত না।

ত্বীবী বলেন, (لَأَرْمِيَنَّ بِهَا) উক্তিতে সর্বনামটি লাকড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বৈধ হবে এবং তা হবে তাঁর দাবীর উপর তাদের অকাট্য দলীল গ্রহণ সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ। অর্থাৎ- আমি বলছি না যে, লাকড়ী দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করা হবে, বরং তোমাদের কাঁধসমূহের মাঝে, এটা মূলত প্রতিবেশীর অধিকারের ক্ষেত্রে দয়া ও সদাচরণ করতে এবং প্রতিবেশীর বোঝা বহন করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিয়্যাত করার কারণে। (মিরকাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৫ম খন্ড, হাঃ ২৪৬৩)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68291

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন